০৬-০৯-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই ওয়ান্ডারফুল খেলা জ্ঞান এবং ভক্তির, পূজ্য এবং পূজারীর । তোমাদের আবার সতোপ্রধান পূজ্য হতে হবে এবং অপবিত্রতার সমস্ত লক্ষণ সমাপ্ত করতে হবে"

প্রশ্নঃ - বাবা যখন আসেন তখন কোন্ তুলাদণ্ড বাচ্চাদের দেখান ?

উত্তরঃ - জ্ঞান আর ভক্তির পাল্লা । পাল্লার একদিকে জ্ঞান আরেকদিকে ভক্তি । জ্ঞানের দিক এখন হালকা, ভক্তির দিক ভারী । ধীরে ধীরে জ্ঞানের দিক ভারী হতে থাকবে, তখন সত্যযুগে তুলার একটা পাল্লাই থাকবে । সেখানে তুলাদণ্ডের প্রয়োজন হয়না ।

ওম্ শান্তি । অলৌকিক বাবা তোমাদের অর্থাত্ অলৌকিক বাচ্চাদের জ্ঞানের রহস্য বোঝাচ্ছেন । বাচ্চারা তোমরাও জানো বাবা এখন প্রকৃতই এসে তোমাদের পূজ্য দেবী-দেবতা বানাচ্ছেন । যারা আসুরিক সম্প্রদায় হয়ে গিয়েছিল, তারা আবার এখন দৈবী সম্প্রদায় হচ্ছে অর্থাত্ চক্রে ভক্তি শেষ হয়ে আসছে । তোমরা এটাও জানো যে কবে থেকে ভক্তি শুরু হয়েছে, কখন রাবণরাজ্য শুরু হয়ে, কখন শেষ হয়ে যায় ! তারপর রামরাজ্য কবে শুরু হয় । বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি আছে । যথাযথভাবে চারযুগের । এখন সঙ্গমযুগের চক্র বা ড্রামা চলছে । এই সবকিছু বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । কাদের বুদ্ধিতে এইসব বসেছে ? প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী রচনা, ব্রাহ্মণদের বুদ্ধিতে এইসব বসেছে । কারও নাম তো উল্লিখিত হবে, তাই না ! ব্রাহ্মণদের নাম ছাড়া আর কারও নাম তুমি উল্লেখ করতে পারোনা । এই খেলা এইভাবেই রচিত হয়েছে - ব্রাহ্মণ, দেবতা এবং তারপরে ক্ষত্রিয় . . . এইভাবে চক্র ঘুরতে থাকে । তোমরা বাচ্চারা এখন স্মরণের যাত্রা শিখছ অর্থাত্ তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হচ্ছ । তোমাদের এইভাবে বোঝাতে হবে । আমরা এখন রামরাজ্য স্থাপনা করছি, সুতরাং, নিশ্চয়ই এর পূর্বে রাবণরাজ্য ছিলো । এটা এও প্রমাণ করে, রাবণরাজ্য হওয়ার কারণে ঝাড় অনেক বড় হয় । এখন আমরা পূজ্য দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপন করছি । পুরানো ঝাড়ের বিনাশ হয়ে নতুন ঝাড়ের স্থাপনা হবে । তোমরা বাচ্চারা এই হিসাবনিকাশও জানো । আমরা নিজেরা পূজ্য এবং সতোপ্রধান ছিলাম, ৮৪ জন্ম নেওয়ার পর আমরা তমোপ্রধান হয়েছি । পূজ্য থেকে আমরা পূজারী হয়েছি এবং এটা রিপিট হতে হবে । এটা বোঝা সহজ কিভাবে চক্র ক্রমাগত ঘুরছে । যেমন, অ্যাক্টর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের পার্ট প্লে করে । সুতরাং এটা বেহদের রহস্য । জ্ঞান আর ভক্তির রহস্য, যা তোমাদের বুদ্ধিতে দৃঢ়ভাবে নিহিত আছে । আমরা পূজনীয় সত্যযুগী দেবতা ছিলাম, পরে আমরাই সিঁড়ি নামতে নামতে পূজারী হয়েছি । রাবণরাজ্য কবে শুরু হয়েছে, তার সম্পূর্ণ তিথি নক্ষত্র তোমরা জানো । আমরা এই এইভাবে পুনর্জন্ম নিয়েছি । প্রথমে আমরা সূর্যবংশী দেবী-দেবতা ছিলাম, পরে চন্দ্রবংশী হয়েছি । এখন ব্রাহ্মণবংশী হয়ে আবারও দেবতা হই । এখন তোমরা ব্রাহ্মণবংশী বা ঈশ্বরীয় বংশী । তোমরা সবাই জানো তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, এই কারণে তোমরা ভাই বলো । কার্যতঃ, ব্রাদার্স মূল বতনে হয়, পরে তোমাদের নীচে এসে নিজেদের পার্ট প্লে করতে হয় । তোমরা বাচ্চারা জানো, শূদ্র থেকে তোমরা ব্রাহ্মণে রূপান্তরিত হয়ে তারপরে, পড়া করে সেই সংস্কার তোমাদের সাথে নিয়ে যাও । তোমরা দেবী-দেবতা হও । কাল আমরা শূদ্র ছিলাম আজ ব্রাহ্মণ, কাল আবার আমরা দেবতা হবো । এই রহস্যও বাচ্চাদেরই বোঝাতে হয় । সবাইকে জাগাতে হবে । তোমরা যে কোনো কাউকে বোঝাতে পারো যে, নতুন দুনিয়া সত্যযুগ আর এই পুরানো দুনিয়া কলিযুগ । এখানে কোনও সুখ নেই । বাচ্চারা বোঝে, যখন ঝাড় নতুন ছিলো, আমরা দেবী-দেবতা ছিলাম,

তখন অপার সুখ ছিলো । পরে চক্রে ঘুরতে ঘুরতে দুনিয়া পুরানো হয়ে গেছে । মানুষও অনেক বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে দুঃখও অনেক বেড়ে গেছে । বাবা বোঝান, সত্যযুগে তোমরা অনেক সুখী ছিলে । সদা কেউ সুখী থাকেনা । পুনর্জন্ম নেওয়ার একটা বিধি আছে । পুনর্জন্মের মধ্য দিয়ে নীচে নামতে নামতে তোমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে । আবারও নতুন ক'রে এই চক্র ঘুরতে হবে । জ্ঞান আর ভক্তি, অর্ধেক কল্প দিন, নতুন দুনিয়া আর অর্ধেক কল্প রাত, পুরানো দুনিয়া । এই পড়া তোমাদের স্মরণ করতে হবে । শিববাবাকেও স্মরণ করতে হবে । টিচারের সবকিছু মনে আছে, তাই না ! তোমরা বলো, বাবার এই সারা সৃষ্টির নলেজ আছে । তোমরাও বুঝতে পারো, তোমরা যারা পবিত্র পূজ্য দেবতা ছিলে, সেই তারাই এখন পূজারী পতিত হয়েছ । তোমরা সতোপ্রধান, সতো, রজো, তমো অবস্থা এবং ড্রামার হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি বুঝেছ । পূজ্য আর পূজারীর এই খেলা পূর্ব নির্ধারিত । এইভাবে নিজের সাথে কথা বলো । সতোপ্রধান হওয়ার জন্য মুখ্য জিনিস হলো জ্ঞান আর যোগ । জ্ঞান সৃষ্টি চক্রের আর যোগের দ্বারা আমরা পবিত্র হই । এটা কত সহজ ! ঠিক বাবা যেমন বোঝান, তোমরাও কাউকে বোঝাতে পারো । বাবা শুধু বাইরে যাননা, কারণ বাবা তাঁর সাথে আছেন, তাই না ! কোনো মানুষ সদগতি সম্বন্ধে জানেনা । একমাত্র তখনই তারা সদগতি সম্বন্ধে জানতে পারে যখন সদগতি দাতাকে তারা চিনতে পারে । তোমরা নম্বরক্রম অনুযায়ীই জানতে পারো । তোমরা এটা বোঝো এবং অন্যকেও বোঝাও । প্রধান কথা হলো পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার । একমাত্র স্মরণের দ্বারা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে । এখানের বাচ্চারা বা বাইরের বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করে আমরা কিভাবে যোগ লাগাবো । পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার উপায় কী ? কারণ তারা এই সম্পর্কে বিভ্রান্ত । অতএব, তাদেরকে তোমাদের বোঝানো উচিত্, হারজিতের এই খেলা তৈরি হয়ে আছে । ভারতই পতিত থেকে পবিত্র এবং পবিত্র থেকে পতিত হয় । অর্ধেক কল্প জ্ঞান অর্থাত্ পবিত্র, অর্ধেক কল্প ভক্তি অর্থাত্ পতিত । এখন আবার তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে । স্মরণের এই প্রাচীন যাত্রা অতি প্রসিদ্ধ । মানুষ জন্ম জন্মান্তর ধরে শারীরিক যাত্রা করে আসছে, আর ক্রমাগত নীচে নেমে গেছে । এমন নয় যে তারা এর মধ্য দিয়ে পবিত্র হয়েছিলো । একমাত্র বাবা তোমাদের পবিত্র বানান । তিনি একবারই আসেন । তোমরা বলতে পারবেনা যে শিববাবা পুনর্জন্ম নেন । মানুষকেই ৮৪ জন্মের চক্রে আসতে হয় । বাবা বলেন, এই কাহিনী খুব সহজ । তোমাকে শুধু অবশ্যই ক্যারেক্টার পরিবর্তন করতে হবে । যখন তোমরা দেবতা ছিলে তোমাদের ক্যারেক্টার ফার্স্টক্লাস ছিলো । তারপর ধীরে ধীরে তোমাদের ক্যারেক্টার খারাপ হয়ে গেছে রাবণরাজ্যে এখন সম্পূর্ণভাবে খারাপ হয়ে গেছে । অর্ধেক কল্প ভক্তিমার্গে পতিত হওয়ায় চারিদিকে হাহাকার ছেয়ে গেছে । পবিত্র শিবালয় থেকে পতিত গণিকালয় হয়ে গেছে । রাবণ তোমাদের ওপর বিজয় প্রাপ্ত করে নিয়েছে । কেউ চেষ্টা করেনা কিভাবে রামরাজ্য হবে । বাবাকে নিজেকে আসতে হয় । এটাও ড্রামাতে লিপিবদ্ধ আছে । রাবণরাজ্যে আমরা ক্রমশঃ নীচে নামতে থাকি, এখন আমাদের ওপরে চড়তে হবে । বাবা এসে তোমাদের সবাইকে জাগিয়ে তোলেন, কারণ ভক্তিতে সবাই ঘুমিয়ে আছে । এমনকি বাবা আসা সত্বেও তারা এখনও নিদ্রায় মগ্ন । বাবা অন্তিমে আসেন যখন সবাই অজ্ঞান ঘুমে অচেতন ।

জ্ঞানের সাগর বাবা যেমন সৃষ্টির আদি মধ্য অন্ত জানেন তেমন তোমরাও জানো । এত বাচ্চারা, সবাই বাবার থেকে শিখছে, তাই না ! এক বাবার থেকে শিখছ আর পরে বৃদ্ধি হচ্ছে । কল্প পূর্বেও তোমাদের মানুষ থেকে দেবতা বানিয়েছিলেন । এখনও অবশ্যই সেইরকম হতে হবে । কেউ খুব হালকা পুরুষার্থ করে আর কেউ তীব্র । নম্বরক্রম তো আছে, তাই না ! কারও কারও ডাল্ বুদ্ধি । জাগতিক স্কুলগুলোতেও তো নম্বরক্রম থাকে, তাই না ! সেই পড়াতে বি.এ ., এম.এ. ইত্যাদি কত ক্লাস থাকে

। কত মানুষ পড়ে । সারা দুনিয়ায় কত মানুষ এম.এ. পড়ে । ভারতবাসী, সবাই কত দীর্ঘ সময় ধরে পড়ছে । কেউ টিচার হয়, কেউ আর কিছু । তারা তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য উপার্জন করতে থাকে । আচ্ছা, কারও মৃত্যু হলে নতুন জন্ম নিয়ে নতুনভাবে পড়তে হয় । ওখানে সত্যযুগে এম.এ. ইত্যাদির পড়া নেই । ড্রামাতে এই সময়ের পড়া লিপিবদ্ধ যা তোমরা পড়ছ, তারপরে কল্প বাদে আবার পড়বে । ওখানে পুস্তক ইত্যাদি কিছু হয়ই না । যা ভক্তিমার্গে হয়, তা' জ্ঞানমার্গে হয়না । যা কিছু অতীতে হয়েছে ভক্তিমার্গে সেগুলো তারা পড়ায় । বাবা তোমাদের বলেছেন, কবে থেকে রামরাজ্য, কবে থেকে রাবণরাজ্য এবং কিভাবে আমরা ক্রমশঃ নীচে নেমেছি । তোমাদের বুদ্ধিতে এইসব রহস্য যথাযথভাবে বসে গেছে । তোমাদের এখন পুরুষার্থ করতে হবে উঁচু থেকে উঁচু হওয়ার জন্য । রাজত্বে সবাই কিন্তু একরকম হতে পারবেনা । কেউ কেউ একদম বিধিসম্মতভাবে পুরুষার্থ করে, পবিত্র হওয়ার জন্য দৈবী গুণ ধারণ করে । তোমাদের ঈশ্বরীয় রেজিস্টার আছে । নিজেকে চেক করে দেখ যে তোমার মধ্যে কোনও অপগুণ তো নেই ! মানুষ গায়, আমি নির্গুণ, কোনও গুণ নেই । সবাই মনে করে, তাদের মধ্যে অপগুণ আছে । আমাদের মধ্যে যখন সব গুণ ছিলো, তখন আমরা সর্বগুণসম্পন্ন, 16 কলা সম্পূর্ণ ছিলাম, তাঁদেরই রাজ্য ছিলো । তাঁদের ছবিও আছে । ওখানে এইসব মন্দির ইত্যাদি থাকবেনা । ওখানে ভক্তিমার্গের কোনও চিহ্নমাত্র থাকবেনা । এটাও তোমরা তোমাদের নম্বরক্রম অনুযায়ী জানতে পারো । যারা যথারীতি পড়ে সবকিছু ধারণ করে, ক্রমশঃ তাদের সেই যোগ্যতা অন্তর্নিহিত শক্তিকে বিকশিত করতে থাকে । তোমাদের হৃদয়ে উপলব্ধি হয় যে, বাবা, যাঁর থেকে তোমরা বিশ্বের মালিকানা নিচ্ছ তাঁর কাজে তোমাদের কতটা সহায় হওয়া উচিত্ । আমরা ঈশ্বরীয় সন্তান । বাবা এসেছেনই তোমাদের সবাইকে সুখদাতা বানাতে । তিনি কখনও কাউকে দুঃখী করেননা । বাচ্চারা, তোমাদের কত শ্রেষ্ঠ হতে হবে । বাবা বারবার তোমাদের বোঝাচ্ছেন, নোট করো, কাউকে কোনও দুঃখ দাওনি তো ! বাবা সবাইকে সুখ দেন, তাহলে আমাদেরও উচিত্ সুখ দেওয়া । এই জীবন বাবার সার্ভিসে দিয়েছ, তাই না ! অতি মধুর হওয়ার চেষ্টা করা উচিত্ । এমনকি কেউ যদি অযথা কিছু বলে, তাদের শুধু শান্ত করে দাও । সবাইকে সুখ দাও । সবাইকে সুখের রাস্তা দেখাতে হবে, এই লক্ষ্য নিয়ে তুমি শান্তিধাম এবং সুখধামের মালিক হতে পারবে । তোমাদের সুখদাতা হতে হবে কারণ বাবা সদা সুখদাতা, তাই না ! সবার দুঃখ দূর করেন । তোমাদের বুদ্ধিতে আসে তোমরা তারাই, যারা অনেক সুখ দিয়েছিলো । আমরা যখন সুখে ছিলাম, বিকারের কোনও নামগন্ধ ছিলনা, কোনও কাম কাটারি চালাতাম না । সত্যযুগে কেউ কাউকে দুঃখী বানায় না । বাচ্চারা, বাবা নিরন্তর তোমাদের বলছেন নিজেদের আত্মা নিশ্চয় করো । আত্মাকেই পবিত্র হতে হবে । আত্মায় কোনও অপবিত্রতার চিহ্নও অবশিষ্ট থাকা উচিত্ নয় । দিন দিন তোমরা উন্নতি করতে থাকবে । তোমরা যেমন পুরুষার্থ করেছিলে, তার নম্বরক্রমানুসারে রাজত্ব লাভ করেছিলে । তোমরা এখন পুরুষার্থ করছ সেই একই রাজত্ব পুনরায় লাভ করার জন্য । তোমরা দেখতে থাকো কে কত পুরুষার্থ করছে ! আমি কাউকে কতখানি সুখ দিতে পারি ! বাচ্চারা জানে, সত্যযুগে আমরা কাউকে দুঃখ দেবনা । তোমরা কম পুরুষার্থ করলে সাজা পেয়ে কম পদ পাবে ; তোমাদের অসম্মান হবে ।

কোনো কোনো বাচ্চা অনেক সার্ভিস করে । মিউজিয়াম, প্রদর্শনীতে কত মেহনত করতে হয় । এই প্রদর্শনী, মিউজিয়াম ইত্যাদি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে । তুলাদণ্ডে জ্ঞানের পাল্লা ভারী হতে থাকবে । একদিকে জ্ঞান অন্যদিকে ভক্তি । এই সময় ভক্তির পাল্লা এত ভারী যে পুরোদমে তলদেশে চলে গেছে । এটা এত ভারী হয়ে যাবে যে অতল তলে তলিয়ে যাবে । একদিকে এটা দশ কিলো, আরেকদিকে কিলোর এক-চতুর্থাংশ জ্ঞানের ব'লে মনে হবে । তারপর জ্ঞানের একদিক ভারী হয়ে যাবে । সত্যযুগে পাল্লার

একটা দিক হয় এবং কলিযুগেও একটা দিক । সঙ্গমযুগে দুটো দিকই থাকে । জ্ঞানের দিকের পাল্লায় কত অল্প থাকে ; কত হালকা ! তারপর তারা সেইদিক থেকে এইদিকে ট্রান্সফার হয়ে এইদিকে ভর্তি হতে থাকবে আর তারপর ভক্তি শেষ হয়ে যাবে । শুধু এক জ্ঞানের দিক থেকে যাবে । দুটো দিক আর হবেনা । বাবা এসে তোমাদের দাঁড়িপাল্লা দেখান । এটা কম বেশী হতে থাকে । কখনও ওইদিকে বেশী তো কখনও আরেকদিকে বেশী । তারা জ্ঞানে এসেও ভক্তির দিকে সদস্য হয়ে যায়, যাদের দৃঢ় নিশ্চয় আছে তারা জানে স্থাপনা অবশ্যই হতে হবে । যখন আমাদের রাজ্য হবে তখন আমরাই থাকবো । তারপর মূল বতনের দিকে বেড়ে যাবে । অনেক আত্মা সেখানে থাকবে । সুতরাং সেইদিক বিশাল হয়ে যাবে । তারপরে অর্ধেক কল্পের পর দ্বাপর যুগ থেকে তারা ক্রমাগত নীচে আসতে থাকবে । এই নিয়মেই সৃষ্টির চক্র ঘুরতে থাকে । তোমরা পতিত থাকাকালীন তুলাদণ্ডের প্রয়োজন নেই । তুলার প্রয়োজন তখনই হয় যখন বাবা আসেন । বাবা তুলাদণ্ড তাঁর সঙ্গে নিয়ে আসেন । ঝাড়ের জ্ঞানও তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । প্রথমে ঝাড় কত ছোট থাকে তারপরে ক্রমশঃ এটা বৃদ্ধি পেতে থাকে । সব পাতা শুকিয়ে শেষ হয়ে যায়, পরে রিপিট হয় । জল পেলে ছোট ছোট পাতা বৃদ্ধি পায় । ফল দেয় । প্রতি বছর ঝাড় খালি হয়ে যায় । সবকিছু নতুন হবে । এখন, দেবী-দেবতা ধর্মের একজনও নেই । তাঁরা অবশ্যই বিদ্যমান ছিলো । তাঁদের রাজ্য ছিলো, কিন্তু কখন ? তারা এটা ভুলে গেছে । তোমাদের ব্রাহ্মণকুলও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে । অতএব, এইভাবে জ্ঞান মন্থন ক'রে ধারণ করতে থাকো আর অন্যদের বোঝাতে থাকো । আচ্ছা !

মিষ্টি- মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) তোমাদের এই জীবন বাবার সেবায় লাগাতে হবে । অনেক সুখের দাতা হতে হবে । কেউ অযথা কিছু বললে শান্ত থাকতে হবে । বাবা সমান হয়ে সবার দুঃখ দূর করতে হবে ।

২) নিজের রেজিস্টার পরীক্ষা করে দেখ । দৈবীগুণ ধারণ করে চরিত্রবান হতে হবে । অপগুণ বার করে দিতে হবে ।

বরদানঃ- সত্যতার সাথে সভ্যতাপূর্বক তোমার কথায় এবং চলনের দ্বারা এগিয়ে সফলতামূর্ত হও

সদা স্মরণে রাখতে হবে যে, সত্যতার লক্ষণ হলো সভ্যতা । যদি তোমার সত্যতায় শক্তি থাকে তবে সভ্যতাকে কখনও ছেড়োনা । সত্যতাকে প্রমাণ করো কিন্তু সভ্যতাপূর্বক । সভ্যতার লক্ষণ হলো নির্মাণ এবং অভব্যতার লক্ষণ হলো জিদ । সুতরাং, সভ্যতাপূর্বক চলন-বলনে সফলতা আসবেই । এগিয়ে চলার এটাই সাধন । যদি সত্যতা থাকে আর সভ্যতা না থাকে তবে সফলতা পাওয়া যাবেনা ।

স্লোগানঃ- সম্বন্ধ-সম্পর্ক এবং স্থিতিতে লাইট থাকো - দিন চর্যায় নয় ।